“হটাও ওয়ার্কার্স, বাঁচাও বিএনপি”- আলমগীর খান ছাতু

বিএনপি গত কিছুদিন ধরে সারাদেশে সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে সমাবেশ, মিছিল বা বিক্ষোভের মত কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে। সরকারি বিরোধী এই কর্মসূচী পালন করতে গিয়ে সম্প্রতি দেশের অন্তত বিশটি জেলায় বিএনপির নেতা-কর্মিদের সাথে ক্ষমতাসীন আওয়াামী লীগ বা পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা দেশের সব সংবাদমাধ্যমে খবর হয়েছে।

পনেরো বছর ধরে বিএনপি যে ক্ষমতার বাইরে রয়েছে, এটি বিএনপির জন্য তৈরী হয়েছে বড় সঙ্কট। এই সংকটের কথা দলের তৃণমুলের কর্মী সমর্থক থেকে শুরু করে শীর্ষ নেতারাও স্বীকার করছেন। তবে তৃণমুলের নেতা কর্মীদের এখন একটাই বার্তা, কেন্দ্রীয়ভাবে যে কর্মসূচি দিচ্ছে, সেগুলোতে আমাদের সংঘবদ্ধভাবে অংশ নিয়ে রাজনৈতিক মাঠের অবস্থান শক্ত করা” অথচ, মেহেরপুর জেলা বিএনপির এখন বিভক্তির রাজনীতি নিয়ে নেতাদের মধ্যে কাঁদা ছুঁড়োছুড়ি লক্ষ করা যাচ্ছে।

মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার স্পেশাল আয়োজন জনগুরত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেও সাক্ষাৎকার। “মেহেরপুর জেলা বিএনপির বিভক্তির রাজনীতি ও নেতাদের ভাবনা” আজকের বিশেষ আয়োজনে বিশেষ সাক্ষাৎকার দিয়েছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ সভাপতি বর্ষিয়ান নেতা আলমগীর খান ছাতু। স্বাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন মেহেরপুর প্রতিদিনের বার্তা সম্পাদক জুলফিকার আলী কানন

মেহেরপুর প্রতিদিন : কেমন আছেন ?
আলমগীর খান ছাতু : আলহামদুলিল্লাহ, ভাল আছি

মেহেরপুর প্রতিদিন : রাজনীতিতে কবে এসেছেন ?
আলমগীর খান ছাতু: আমি ১৯৯৬ সালে বিএনপির রাজনীতিতে জড়িত হই। মুলত, আমি ৮০ দশক থেকে রাজনীতিতে আসি। প্রথমে জাতীয় পার্টির মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। ৯৬ সালে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় বিএনপির রাজনীতিতে আমি সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়ে পড়ি। আমি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শে অনুপ্রানিত হয়েই বিএনপিতে যোগ দিয়েছিলাম।

মেহেরপুর প্রতিদিন: মেহেরপুরের বিএনপির রাজনীতির ইতিহাস সমন্ধে কিছু বলেন:
আলমগীর খান ছাতু : মেহেরপুরে বিএনপির রাজনীতির একটি সোনালী অতীত রয়েছে। জেলায় বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা আহমেদ আলী দলটিকে একটি উচ্চ মাত্রায় নিয়ে গেছেন। এই জেলা বিএনপির একটি শক্তিশালী ঘাটি রয়েছে। জেলার মানুষ শহীদ জিয়া এবং তার সৃষ্ঠ জাতীয়তাবাদি দল বিএনপিকে মনে প্রাণে ভাল বাসেন। তাই সব সময় বিএনপিকে নিরুঙ্কুশভাবে বিজয়ী করে আসছেন। এখনো অবাধ নিরপেক্ষ ভোট হলে জেলাবাসি বিএনপির প্রার্থীকে বিপুল ভোট দিয়ে বিজয়ী করবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: ক্ষমতার বাইরে থেকেও আপনারা বিভক্তির রাজনীতি করছেন, এটা দলের মধ্যে ইফেক্ট পড়ছে কিনা?
আলমগীর খান ছাতু: মুলত, ওয়ার্কার্স পার্টির দলে নেতৃত্বের প্রাধান্যের কারনে মেহেরপুর জেলা বিএনপিতে বিভক্তি শুরু হয়েছে। বিএনপির মুল ধারার নেতা কর্মীদের বাদ দিয়ে ওয়ার্কার্স থেকে আসা নেতা কর্মীদের প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। প্রথম থেকেই মুল ধারার বিএনপি কর্মীদের মধ্যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। “হটাও ওয়ার্কাসর্, বাঁচাও বিএনপি” শ্লোগান দিয়ে তখন বিএনপির অভ্যন্তরে আন্দোলন শুরু হয়। ওয়ান ইলেভেনের সময় জেলা বিএনপির তৎকালিন নেতৃত্ব দলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার কারণেও মুল ধারার বিএনপি নেতা কর্মী ও ওয়ার্কার্স থেকে আসা নেতা কর্মীদের মধ্যে বিভক্ত তৈরী হয়েছে। এখন পর্যন্ত সেই বিভক্তি প্রকট আকারই রয়ে গেছে। দলের মুল নেতৃত্ব আলাদা অফিস নিয়ে এখনো রাজনীতির কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তবে, মেহেরপুর জেলা, উপজেলাগুলো, পৌর এবং ইউনিয়ন কমিটি গুলো দীর্ঘদিন যাবৎ পুর্নগঠণ না হওয়ায় মুল ধারার বিএনপি’র অনেক নেতা কর্মীই এখন নিস্ক্রিয় হয়ে গেছেন।
এছাড়া জেলা বিএনপির যে কমিটি হয়েছে সেটা এখন পর্যন্ত পরিচিতি মিটিং পর্যন্ত করতে পারেনি। এমনকি নির্বাহী কমিটির কোনো মিটিং এখন পর্যন্ত করতে পারেনি। যেটা কেন্দ্রীয় কমিটি অবগত আছেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আন্দোলন সগ্রামে দলের মধ্যে আপনার ভূমিকা কতটুকু আছে?
আলমগীর খান ছাতু: ওয়ান ইলেভেনের পর দলের নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে বিএনপির নেতা কর্মীদের সুসংগঠিত করে অদ্যবধি মাঠের রাজনীতি করছি। এছাড়া দলের কেন্দ্রীয় কমিটির ডাকা সকল আন্দোলন সংগ্রামে মাঠ পর্যায়ে সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রেখে চলছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন : মেহেরপুরে ঘরোয়া মিটিং ও বৈঠক ছাড়া রাজপথের

কোনো আন্দোলন সংগ্রামে আপনাদের দেখা যায়না কেনো ?
আলমগীর খান ছাতু: প্রশাসন প্রতিপক্ষ হয়ে দাড়ানোর কারণেই বিএনপির সকল আন্দোলন সংগ্রাম ঘরে করতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়া দলের একটা গোষ্ঠী আওয়ামীলীগের সাথে ব্যালেন্স রাজনীতি করার কারণেও বিএনপির আন্দোলন সংগ্রাম এই জেলাতে গড়ে তোলা সম্বভ হয়নি। তবে, সাম্প্রতিক সময়ে কিছু কিছু কর্মসূচী বাইরে করা হয়েছে। আগামীতে দলীয় সকল কর্মসূচী রাজপথেই করা হবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন : আগামি জাতীয় নির্বাচন নিয়ে আপনার ভাবনা কি ? আলমগীর খান ছাতু: নির্বাচন আমাদের মুল লক্ষ না। এখন দলের মুল লক্ষ সরকার পরিবর্তন। নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকারের দাবী পুরুণ। তত্বাবধায়ক সরকারের অধিনে নির্বাচনে অংশ নেওয়া।

মেহেরপুর প্রতিদিন: দল আপনাকে মনোনয়ন দিলে বিভক্তি কাটিয়ে নির্বাচনী মাঠে কাজ করতে পারবেন বলে মনে হয়?
আলমগীর খান ছাতু: দল যাবে ধানের শীষ দেবে তৃণমুল থেকে জেলা পর্যায়ের সব নেতা কর্মীই তার সাথে কাজ করবে। দলের সব নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে কাজ করার পরিস্থিতি আমার আছে। নিরদলীয় নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে দল আমাকে মনোনয়ন দিলে আমি সব নেতা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করে নিতে পারবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: রাজনৈতিক ইস্যুতে আপনার নামে মামলা হয়েছে কতটি?
আলমগীর খান ছাতু : কোনো মামলা হয়নি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: বিএনপির নেতৃত্বে সরকারের বিরুদ্ধে যুগপৎ আন্দোলন আপনার ভাবনা কি?
আলমগীর খান ছাতু : কেন্দ্রীয় কর্মসূচি যেটাই দেবে সেটাই স্থানীয় বিএনপির নেতা কর্মী সফল ভাবে পালন করবে। আমি কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর সাথে একমত।

মেহেরপুর প্রতিদিন: রাজনীতিতে জেলা পর্যায়ের কোন কোন নেতা আপনার সাথে আছে-
আলমগীর খান ছাতু: বিএনপির মুল ধারার রাজনৈতিক সকল নেতা কর্মীই আমার সাথে রাজনীতি করছে। ওয়ান ইলেভেনের সময় যেসব নেতা বেগম খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে হটাতে চেয়েছিলেন। তাদেরকে মুল ধারার রাজনীতিকরা মনে প্রাণে অপছন্দ করেন। তারাই আবার কিছু নেংটা ছেলেদের নিয়ে মাঠে ময়দানে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তাদের মানুষ ভাল

চোখে দেখেনা।

মেহেরপুর প্রতিদিন: জাতীয় বা স্থানীয় নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন চেয়েছেন কিনা?
আলমগীর খান ছাতু: আমি ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথম মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেছিলাম। দলের কাছে মেহেরপুর-১ আসনের দলীয় টিকিট দাবী করি। পরে ২০১৮ সালে বিএনপি মেহেরপুর-১ আসনে দুজনের নাম ঘোষণা করে। সেখানে আমি দলীয় প্রার্থীর তালিকাতে ছিলাম।

মেহেরপুর প্রতিদিনি : আপনাকে ধন্যবাদ
আলমগীর খান ছাতু : আপনাকেও ধন্যবাদ।

মেহেরপুরে বিএনপির বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দল (বিএনপি) চলমান কর্মসূচিতে পুলিশের গুলি বর্ষন ও সন্ত্রাসী হামলার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুেও জেলা বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে মেহেরপুর জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিএনপি জেলা কমিটির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিলটন, সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, ইলিয়াস হোসেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মারুফ আহমেদ বিজন, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক প্রমূখ।

সমাবেশে সঞ্চালনায় ছিলেন, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

সমাবেশের আগে দলীয় কার্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়

প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

মেহেরপুর কারাগারে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি তোফায়েলের মৃত্যু

মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি তোফায়েল আহমেদ জেলা কারাগারে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

রবিবার সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে কারাগারের নিজস্ব গাড়িতে করে তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৮টা ২৫ মিনিটে তিনি মারা যান।

মেহেরপুর জেলা কারাগারের সুপার মোখলেসুর রহমান জানান, তিনি এন আই মামলার ৮ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি ছিলেন। গত ৩০ মে তাকে আদালত কারাগারে পাঠায়। তিনি শারিরীক ভাবে অসুস্থ থাকায় প্রতিদিন অনেক পরিমানে ওষুধ সেবন করতেন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকের বরাত দিয়ে জেল সুপার মোখলেসুর রহমান জানান, তিনি মাইক্রো কার্ডিয়ালে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

মেহেরপুরে বিএনপি’র ৪৪ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

মেহেরপুরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি’র ৪৪ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জেলা

বিএনপি’র র্যালী ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

র্যালী ও সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন,জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান,জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, জেলা বিএনপি যুগ্ম সম্পাদক আব্দুর রহিম, আরিজুললা বাবলু মাস্টার,মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, সিনিয়র সহ সভাপতি শহীদুল আলম।

এছাড়াও জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা মহিলা দলের সভাপতি সাইয়েদাতুননেসা নয়ন,জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু,ছাত্রদল নেতা আকিব জাভেদ সিনজিন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
এ সময় মেহেরপুর জেলা, গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলা এবং বিভিন্ন ইউনিয়ন বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি’র ৪৪ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র একটি র্যালী বের হয়। র্যালীটি প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সমাবেশের স্থানে শেষ হয়।

এ দিকে মেহেরপুর বড় বাজার জেলা বিএনপির কার্যালয় ৪৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটনের সভাপতিত্বে এবং জেলা বিএনপির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক
কাজী মিজান মেননের সঞ্চালনায়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খাঁন ছাতু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোস্তাক রাজা, হামিদ খান গাজু। এছাড়া উপস্থিত

ছিলেন জেলা যুবদলের সহ সভাপতি আনিসুর রহমান লাবলু, জেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক হুজাইফা ডিক্লেয়ার, জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি, খাইরুল ইসলাম, ইসমাইল হোসেন, হাসিবুজ্জামান বিপলু, হাসিবুজ্জামান বিট্টু।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা ছাত্র দলের সহ সভাপতি নাহিদ মাহমুদ সানি, ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম মিন্টু, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক লিটন উদ্দিন। এসময় জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারন সম্পাদক অ্যাড. নজরুল ইসলাম সহ বিভিন্ন নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে বিএনপি’র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন উপলক্ষে র্যালী ও আলোচনা সভা

মেহেরপুরের গাংনীতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র ৪৪ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে।

সে উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে কয়েকটি খন্ড খন্ড মিছিল বিভিন্ন এলাকা থেকে গাংনী বাজারে একত্রিত হয়ে গাংনী উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে মিলিত হয়। সেখানে বিএনপি’র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি রেজাউল হকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপি’র সিনিয়র সহ সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

উপজেলা পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলার সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সহ সভাপতি কমরেড নাসির,জেলা বিএনপির সহ সভাপতি সাবেক চেয়ারম্যান শিরাজুল ইসলাম, জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও বামুন্দি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল আওয়াল, মনিরুজ্জামান গাডডু, সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্ট, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান

বাবলু, উপজেলা যুব দলের আহবায়ক চপল বিশ্বাস, পৌর যুব দলের আহবায়ক সাইদুল ইসলাম।

কোটচাঁদপুর বিএনপির ৪৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বিএনপির ৪৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করেছে উপজেলা ও পৌর বিএনপি । বৃহস্পতিবার সকলে স্হানীয় উপজেলা বিএনপির কার্যলয়ে প্রতিষ্ঠা বর্ষিকী পালন করা হয়।

এই উপলক্ষ্যে দলটি বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করেন। যার মধ্যে ছিল জাতীয়, ও দলীয় পতাকা উত্তোলন, আলোচনা সভা, ও দোয়া মহাফিল। কর্মসূচি পালনে স্হানীয় নেতা কর্মীরা সকাল ৮.০০টায় দলীয় কার্যলয়ে জড়ো হতে থাকে। এর পর জাতীয়, ও দলীয় পতাকা উত্তোলন,করা হয়। পরে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা।

সভায় সভাপতিত্ব করেন কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপির সভাপতি এস কে এম সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটি সহ তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক আমিরুজ্জামান খান শিমুল। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যপক আব্দুর রাজ্জাক,সাভেক জেলা বিএনপির সহ সভাপতি মোঃ আবু বক্কর বিশ্বাস পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, উপজেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক হারুন অর রশিদ, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মীর্জা টিপু।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সহ সভাপতি মোঃ সাইফুল ইসলাম মিন্টু, যুগ্ন সহ সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলমগীর খান,উপজেলা বিএনপির তত্ব ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক মোঃ মঈন উদ্দিন খান, পৌর বিএনপি তত্ব ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক রায়হান উদ্দিন।অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক মোঃ লিয়াকত আলী।

ঝিনাইদহে বিএনপি নেতাকর্মীদের উপর হামলার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহে বিএনপি নেতাকর্মীদের উপর সন্ত্রাসী হামলা, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও বাড়িঘর ভাংচুর ও লুটপাটের অভিযোগ করে সংবাদ সম্মেলন করেছে জেলা বিএনপি।

বুধবার (৩১আগস্ট) বেলা ১২টায় শহরের এইচএসএস সড়কস্থ জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ লিখিত বক্তব্যে বলেন, গত কাল মঙ্গলবার বিএনপির কেন্দ্রীয় ঘোষিত বিক্ষোভ কর্মসূচী সফল করার লক্ষ্যে ঝিনাইদহের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নেতা কর্মীদের আসা এবং যাওয়ার পথে তাদের উপর দেশীয় অস্ত্র, লাঠি, রামদা, হকিস্টিক ও হাতুড়ি দিয়ে হামলা করা হয়েছে। ভাংচুর ও লুট করা হয়েছে বিএনপি নেতাদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং বাড়ি ঘর। হামলায় শতাধিক নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। এরমধ্যে ২৭ জন গুরুতর আহত হয়ে ঝিনাইদহ, কালীগঞ্জ, শৈলকুপা, ঢাকা ও যশোরের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তিনি বলেন সমাবেশে আসা যাওয়ার পথে আ’লীগের সন্ত্রাসী বাহিনী এই হামলা চালায়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, উপজেলা বিএনপির সভাপতি মুন্সি কামাল আজাদ পাননু, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সাজেদুর রহমান পাপপু, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আলামগীর হোসেন আলম।

এছাড়াও বিএনপি নেতা শাহজাহান আলী, আবু বক্কার সিদ্দিক,আসিফ ইকবাল মাখন, কামরুজ্জামান লিটন, আমিনুল ইসলাম লিটন, মহিলাদল নেত্রী অধ্যক্ষ কামরুজ্জামান লিজি, তহুরা বেগম, যুবদল নেতা আশরাফুল ইসলাম পিন্টু, মিজানুর রহমান সুজন, প্রভাষক কামাল হোসেন, মাহফুজুর রহমান ইপিআরসহ জেলা, উপজেলা ও পৌর বিএনপির নেতৃবৃন্দ

উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে এমএ মজিদ আরও বলেন, কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে মঙ্গলবার বিকালে ঝিনাইদহ শহরের উজির আলী হাইস্কুল মাঠে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে যোগদানের উদ্দেশ্যে সদর উপজেলার ১৭টি ইউনিয়ন ও জেলার ৬টি উপজেলা থেকে বিএনপি’র নেতাকর্মীরা আসতে শুরু করে। তৃনমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা যাতে এই সমাবেশে অংশগ্রহণ করতে না পারে সে জন্য সরকার দলীয় লোকজন বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে বিএনপির নেতাকমীদের উপর হামলা চালায়। হামলায় বিএনপি’র প্রায় ১০০ জনের অধিক নেতাকর্মী আহত হয়।

তিনি আরও বলেন এই হামলা হয়েছে ঝিনাইদহ সদর আসনের এমপির ইন্ধনে। এছাড়া সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে নিজেরা আগুন দিয়ে বিএনপি’র ১২ নেতাকর্মীর নামে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলা করেছে বলে লিখিত বক্তব্যে অভিযোগ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে হুসিয়ার উচ্চারণ করে বলা হয়, এভাবে যদি একের পর এক হামলা ও নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা করা হয় তাহলে প্রতিবাদ স্বরুপ বিএনপি ঝিনাইদহ জেলায় অবরোধ ও হরতালের মত কঠোর কর্মসূচী দিতে বাধ্য হবে।

বেগমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসলামকে দল থেকে বহিষ্কার

চুয়াডাঙ্গার বেগমপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আসলাম হোসেনকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

গত সোমবার চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক মাহমুদ হাসান খান বাবু ও সদস্য সচিব মো. শরীফুজ্জামান শরীফ স্বাক্ষরিক এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়ে বলা হয়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়ন শাখার

নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোঃ আসলাম হোসেনকে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে নিজ পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

একই সাথে মো. আব্দুর রহিম বাদশাকে বেগমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে তিনি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বিএনপির সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

উল্লেখ্য মো. আসলাম হোসেন ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক থাকা অবস্থায় গত ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। দল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা তার শাস্তিমূলক ব্যবস্থার দাবি জানান।

তারই পরিপ্রেক্ষিতে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মাহমুদ হাসান খান বাবু ও সদস্য সচিব মো. শরীফুজ্জাম শরীফ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

ঝিনাইদহে বিএনপি’র বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত

জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধি, অসহনীয় লোডশেডিং, দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি, ভোলায় দলীয় দুই নেতা হত্যা ও যশোরে বিএনপি নেতাদের বাড়িতে হামলা ভাংচুরের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে শহরের উজির আলী স্কুল মাঠে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে এ সমাবেশের আয়োজন করেন জেলা বিএনপি। দুপুরের পর থেকেই জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে নেতাকর্মীরা সমাবেশ স্থলে হাজির হয়।

এর আগে সমাবেশে আসার পথে বিভিন্ন স্থানে তাদের আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ কর্মীরা বাঁধা দেয়। আওয়ামী লীগের হামলায় অন্তত ২৫ জন আহত হয় বলে সমাবেশে অভিযোগ করা হয়।

বিকেলে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা শামসুজ্জামান দুদু, আমিরুজ্জামান খান শিমুল, জয়ন্ত কুমার কুন্ডু, জেলা বিএনপির

সভাপতি এম এ মজিদ, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনাসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। বক্তারা বলেন, দ্রুতই এই সরকারকে ক্ষমতা থেকে নামানো হবে। তাই নেতাকর্মীদের আরও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস পালন

জাতিসংঘ কর্তৃক প্রত্যেকটি গুম খুনের আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবি এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে গুমের শিকার ব্যাক্তিদের স্মরণে আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে বিএনপি’র কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল ও সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, জেলা বিএনপি যুগ্ম সম্পাদক আরিজুললা বাবলু মাস্টার, মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম,যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান রিপন।

এছাড়াও জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু, ছাত্রদল নেতা আকিব জাভেদ সিনজিন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

এসময় মেহেরপুর জেলা, গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলা এবং বিভিন্ন ইউনিয়ন

বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সমাবেশের স্থানে শেষ হয়।